দৈনিক বাংলা

তারিখ ... JUN 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

লুক্সেমবার্গ সবচেয়ে ধনী দেশ ঃ মোজাম্বিক সবচেয়ে দরিদ্র

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষা জড়িত ঃ বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শনিবার বিশ্ব-ব্যাংকের ঢাকাস্থ অফিস থেকে পাঠানো ১৯৯৬ সালের বিশ্বব্যাংকের তথ্য মানচিত্রে বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষা, শিশুমৃত্যু, গড় আয়ু, জাতীয় প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

(৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তথ্যচিত্রে দেখানো হয়েছে ১৯৮৫ থেকে ৯৪ সাল পর্যন্ত সময়ে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের দিক থেকে বিশ্বে থাইল্যান্ডের অবস্থান শীর্ষে রয়েছে। এ সময়ে দেশটি গড় জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে ৮ দশমিক ২ ভাগ। কোরিয়া দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। কোরিয়ার প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৭ দশমিক ৮ ভাগ হারে। চীন এবং সিঙ্গাপুর যৌথভাবে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এ দেশ দুটির গড় প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৯ ভাগ হারে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য মানচিত্রে মাথা-পিছু আয়ের দিক থেকে বিশ্বে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে লুক্সেমবার্গ। এই দেশটির মাথাপিছু আয় ৩৯ হাজার ৮৫০ মার্কিন ডলার। মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে বিশ্বে সবচেয়ে কম আয়ের দেশ হচ্ছে মোজ-াম্বিক। এ দেশটির মাথাপিছু আয় মাত্র ৮০ মার্কিন ডলার। এছাড়া মালায়ি এবং ইথিওপিয়াকেও কম মাথাপিছু আয়ের দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ দেশ দুটির মাথাপিছু আয় যথাক্রমে ১৪০ মার্কিন ডলার ও ১৩০ মার্কিন ডলার।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য মানচিত্রে দেখা যায়, গত এক দশকে বিশ্বের কয়েকটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শিক্ষার হার দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছে বিশেষ করে বোতসোয়ানা, চীন, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুরে গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের উপরে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে দেশগুলোতে প্রাথমিক স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের হার প্রায় ৯৬ ভাগ, কোন কোন ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশী।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য মানচিত্রে বলা হয়, কোন দেশের উন্নতির অগ্রযাত্রা সে দেশের শিশুমৃত্যুর হারের ওপর নির্ভরশীল। শিশুমৃত্যুর হার কমানোর দিক থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। অধিক মাথাপিছু আয়ের কয়েকটি দেশে এ ধরনের অবস্থা দেখা গেছে। চিলিতে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৬। কোরিয়ায় ১১ এবং সিঙ্গাপুরে ৬। পক্ষান্তরে কম মাথাপিছু আয়ের দেশগুলোর মধ্যে সিয়েরা লিয়নে শিশুমৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশী। এই দেশটিতে প্রতি হাজারে ১৬৪ জন শিশু মারা যায়। জাপান এবং সুইডেনে শিশুমৃত্যুর হার সবচেয়ে কম। এ দেশ দুটিতে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে যথাক্রমে ৪ এবং ৫।

তৃতীয় বিশ্বের অধিক মাথাপিছু আয়ের দেশগুলোতে গড় আয়ু যেমন বেড়েছে একইভাবে কম আয়ের দেশ-গুলোতেও গড় আয়ু বেড়েছে। অধিক আয়ের দেশগুলোতে ১৯৭০ সালে গড় আয়ু ছিল ৭১ বছর। ৯৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৭ বছরে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে একই সময়ে কম আয়ের দেশগুলোতে যেখানে গড় আয়ু ছিল ৫৩ বছর তা বেড়ে ৬২ বছরে দাঁড়িয়েছে। কম আয়ের দেশগুলোর মধ্যে গড় আয়ুর ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। বর্তমানে শ্রীলঙ্কার গড় আয়ু ৭২ বছর।

এই রিপোর্টে বলা হয় ঃ বাংলাদেশের শ্রমবাজারে মোট শ্রমিকের মধ্যে মাত্র আট শতাংশ প্রকৃত মহিলা শ্রমিক রয়েছে। বিশ্বে যে সকল দেশে শ্রমবাজারে প্রকৃত মহিলা শ্রমিকের হার ২০ শতাংশের নিচে এমন ২০টি দেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ এই ২০টি দেশের মধ্যে রয়েছে।

১৯৯৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে ধনী বিশ্বের শীর্ষ ১৬টি দেশের তালিকাঃ

লুক্সেমবার্গ	৩৯৮৫০ ডলার
সুইজারল্যান্ড	৩৭১৮০ ডলার
জাপান	৩৪৬৩০ ডলার
ডেনমার্ক	২৮১১০ ডলার
নরওয়ে	২৬৪৮০ ডলার
যুক্তরাষ্ট্র	২৫৮৬০ ডলার
জার্মানী	২৫৫৮০ ডলার
অস্ট্রেলিয়া	২৪৯৫০ ডলার
আইসল্যান্ড	২৪৫৯০ ডলার
সুইডেন	২৩৬৩০ ডলার
ফ্রান্স	২৩৪৭০ ডলার
সিঙ্গাপুর	২৩৩৬০ ডলার
বেলজিয়াম	২১৯২০ ডলার
নেদারল্যান্ডস	২১৯৭০ ডলার
হংকং	২১৬৫০ ডলার
কানাডা	১৯৫৭০ ডলার

সূত্রঃ বিশ্ব ব্যাংক তথ্য মানচিত্র '৯৬